COAST Trust

# পূর্বাশার আলো

প্রকাশনায়, সিইপিআরপি প্রকল্প

unicef for every child

৩২ তম (**অক্টোবর**) সংস্করণ, তারিখ ৩১/১০/২০২০, কক্সবাজার জেলায় অবস্থানরত স্থানীয় ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির জন্য কভিড-১৯ এর জরুরী প্রস্তুতি এবং সাড়া প্রদান প্রকল্প, উখিয়া রিলিফ অপারেশন সেন্টার, উখিয়া, কক্সবাজার।

কোস্ট ট্রাস্ট দাতা সংস্থা ইউনিসেফের সহায়তায় কক্সবাজার জেলার স্থানীয় ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির শিশুদের সুরক্ষায় কোভিড-১৯ এর জরুরী প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদান প্রকল্প উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার ৭টি ক্যাম্প এবং ৩টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ১৩ মে থেকে ১২ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। কোভিড-১৯ মহামারীর হতে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সুরক্ষায় প্রকল্পটি কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবা, মনোসামাজিক সেবা, সচেতনতা মূলক প্রচারণার অংশ হিসেবে লিফলেট বিতরণ, বিলবোর্ড স্থাপন, পোস্টার ও আইইসি উপকরণের ব্যবহার ছাড়াও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা হ্রাসে রেফারেল সেবা প্রদান করছে। যা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় সক্ষম ও সচেতন করবে।

## হালিমা ফিরে পেল মায়ের কোল

রেহানা বেগম (১৮) একজন কিশোরী মা। যার ২ বছর বয়সী এক কন্যা সন্তান রয়েছে। ষোল বছর বয়সে মো: তাহের নামে এক যুবকের সাথে তার বিয়ে হয়। তাঁর মেয়ের বয়স যখন ৬মাস তখন স্বামী অন্য নারীর সাথে পরকীয়ায় জড়িয়ে গিয়ে তাঁকে তালাক দেন। ফলে তাঁর জীবনে নেমে আসে দুঃখের

*হালিমা বিবিকে মায়ের হাতে হস্তান্তরের সময় মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দী করেন তোফায়েল (কেইস ভলান্টিয়ার)। ক্যাম্প-৮ই*

ছায়া। সন্তানসহ বাবার বাড়ীতে ফিরে আসলেও সৎ মা-র কারণে সে আলাদা থাকতো। তাঁর জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল কষ্ট ও হতাশায়। কিশোরী মা হওয়ায় রেহানা কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবার আওতায় আসেন। তার সুরক্ষা ঝুঁকিগুলো বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরণের সেবা যেমন- ইতিবাচক শিশু পরিচর্যা শিক্ষা, মনোসামাজিক সেবা ও জীবন দক্ষতা শিক্ষা প্রদান করা হয়। ধীরে ধীরে তাঁর উন্নতি হতে থাকে। অক্টোবর মাসের এক সকালে হঠাৎ রেহানা কেইস কর্মীকে ফোন করে জানায়, তার মেয়ে হালিমাকে(২) কোথাও খুজেঁ পাচ্ছে না। এই খবর পেয়ে কেইস কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক শিশুটিকে খুঁজতে বের হন। বিভিন্ন ব্লকে খোঁজার পর অবশেষে ব্লক-৩৯ এ তাকে পাওয়া যায়। অতঃপর সহকারী ক্যাম্প-ইন-চার্জ জনাব আহসান হাবীব, ব্লক মাঝি ও অন্যান্য সংস্থার সদস্যদের উপস্থিতিতে তার মায়ের কাছে হালিমাকে হস্তান্তর করা হয়। এই বিষয়ে সহকারী ক্যাম্প-ইন-চাজ বলেন, কোস্ট ট্রাস্টের এই ধরনের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয় এবং এই ধরনের কাজে আমার পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।রেহানা বেগম সন্তানকে ফিরে পেয়ে কোস্ট ট্রাস্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

## কমিউনিটি সদস্যরা শিশুদের জন্য নিরাপদ সমাজ গড়তে কাজ করছে

*ইমাম নুর মোহাম্মদ শিশু পাঁচার রোধে করণীয় বিষয়ে ক্যাম্প ২০ সম্প্র এর এস২বি৩ ব্লকের সদস্যদের সচেতন করছেন। ছবি: ফজলুল করিম*

প্রকল্পের সিবিসিপিসি সদস্য, পিসিসি সদস্য ও ইমামদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্যোগে বিভিন্ন ক্যাম্প এবং হোস্ট কমিউনিটিতে ৬১টি বাল্যবিবাহ, ১১ টি শিশু পাঁচার, ১০৪টি শিশুশ্রম, ৫৩টি ইভটিজিং, ৪৪টি মাদক গ্রহণ মত কেইস বন্ধ হয়েছে। তাঁদের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে ১৪টি জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা সমাধান হয়েছে। এছাড়াও ১১টি ব্রিজ ও রাস্তা মেরামতে তাঁরা প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা কেস ম্যানেজমেন্ট ও মনোসামাজিক সেবার জন্য প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট বিভাগে ও অন্যান্য সংস্থার নিকট মোট ৭৬ জন কিশোর-কিশোরীকে রেফার করেছেন। ঘরে ঘরে লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে শিশু সুরক্ষায় জনসচেতনতা সৃষ্টিতে অবদান রাখছে। তাছাড়া প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন স্থানে নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন প্রকার ২০৭টি বৃক্ষ রোপণ করেছেন। এছাড়া সিবিসিপিসি, পিসিসি, ইমাম ও পিয়ার লিডাররা প্রায় ৫৫ শত কিশোর-কিশোরী ও ২৮ শত বয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে শিশু সুরক্ষার ঝুঁকি নিরসনে সচেতনতামূলক বার্তা প্রচারে সহযোগিতা করেছেন। যা প্রকল্প কার্যক্রমের গুণগত মান বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে।

COAST Trust
participates in survival strategies of coastal poor

# পূর্বাশার আলো

প্রকাশনায়, সিইপিআরপি প্রকল্প

unicef for every child

## কোভিড-১৯ সময়ে কিশোর-কিশোরীদের চাপমুক্ত রাখতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে "কোভিড-১৯ এডোলসেন্ট কিট"

*কিট অনুশীলনকালে কিশোরী কসমিদা-র (১৬) আঁকা একটি ছবি, ক্যাম্প-১২। ছবি মর্জিনা, এলএসবিএফ*

বর্তমান সময়ে কোভিড-১৯ এর কারণে কিশোর-কিশোরীরা বাড়িতে অলস সময় অতিবাহিত করছে। এতে তারা বিভিন্ন শারিরীক ও মানসিক চাপের মুখোমুখি হচ্ছে। এই সময় কিশোর-কিশোরীরা যেন ব্যস্ত থাকতে পারে এবং সময়কে সৃজনশীল কাজে লাগিয়ে নতুন কিছু শিখতে পারে। ইউনিসেফ এর কোভিড-১৯ এডোলসেন্ট কিট মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ৭টি ক্যাম্প ও তিনটি ইউনিয়নের জনগোষ্ঠিদের ভিতর থেকে ১০০০জন কিশোর-কিশোরীকে বাছাই করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সবার কাছে এই কিট সরবরাহ করা হয়েছে যেন তারা নিজেরাই ঘরে বসে অনুশীলন করতে পারে। আমাদের এলএসবি ফ্যাসিলিটেটর এবং ভলান্টিয়ারগণ কিশোর-কিশোরীদের মডিউলের কাজগুলো করতে সহযোগিতা করছেন। এ পর্যন্ত ৫ সপ্তাহ কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়েছে। কিশোর-কিশোরী কিট থেকে এ পর্যন্ত অনুশীলন করানো ইস্যুগুলো যেমন- শব্দ ও নিরবতা, আমাদের ভেতরে ও বাইরে, আমি আমার আছে ও আমি পারি, আমরা কি করি, পাখি পতঙ্গ ও প্রাণীর গল্প, সম্পর্কের মানচিত্র। এই কাজগুলো অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের শোনার, বোঝার ও উপলব্দি করার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। যা তাদের কঠিন পরিবেশের সাথে মানিয়ে চলতে সাহায্য করবে।

*কিট অনুশীলনকালে সৃজনশীল চিন্তা বহিপ্রকাশে ব্যস্ত একজন রোহিঙ্গা কিশোর। ছবি-সুমন, সিওডব্লিউ*

তাছাড়া অভিযোজিত ও অনুপ্রেরণার কার্ড অনুশীলন সৃজিনশীল চিন্তা ও দক্ষতা বিকাশে সহযোগিতা করবে। কিট নিয়মিত অনুশীলনকারী কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে রফিকা (১৪), কসমিদা(১৬), শাহিনা(১৬), মো: জুবায়ের(১৮), ফোরকান(১৫) এবং জাকির(১৩) বলেন, এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত, আমরা অনেক নতুন নতুন বিষয়ে জানতে পারছি। আশাকরছি এই কিটের সবগুলো কাজ আমার অনুশীলন করতে পারবো।

## অনুপ্রাণিত রোহিঙ্গা কিশোরী নুর কলিমা

নুর কলিমা (১৪) একজন রোহিঙ্গা কিশোরী। তাঁর পরিবারের সাথে ক্যাম্প-১২তে বাস করছে। সে আমাদের কোভিড-১৯ এডোলসেন্ট কিট বাস্তবায়নের একজন কিশোরী হিসেবে গত সেপ্টেম্বর মাসে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং নিয়মিতই বিভিন্ন অনুশীলন কার্যক্রমে অংশ নিতে থাকে। এই কিটের কাজগুলো অনুশীলন করতে তাদের খুবই ভালো লাগে। সে অভিযোজিত অনুপ্রেরণার কার্ড এর উলম্ব বাগান অনুশীলনটি থেকে উৎসাহিত হয়ে বসত ঘরের ফেলে দেওয়া প্লাটিকের বোতল, টুকরো সুতলি, কাদামাটি ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে উলম্ব বাগান তৈরী করে। এই কাজটি করে সে খুবই আনন্দ পেয়েছে। সে বলে এখানে বর্ণিত কাজগুলো করা খুবই সহজ ও আনন্দের।

*ঘরের ফেলে দেওয়া উপকরণ ব্যবহার করে ঝুলন্ত বাগান তৈরী করছে রোহিঙ্গা কিশোরী নুর কলিমা। ছবি-মর্জিনা, এলএসবিএফ*

## কিশোর-কিশোরীদের সুস্থ্য মানসিক বিকাশে ইনডোর গেম ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে

*মিনারা, বয়স-১২, ক্যাম্প-১২, সেশন-অন্যদের সাহায্য করা, ছবি-আফরোজা হাসনাত শিমুল*

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে একঘেয়ামী, একাকিত্ব, হতাশা, ভয় দূরীকরণ ও সুস্থ মানসিক বিকাশে মনোসামাজিক কর্মীরা বিভিন্ন সেশন পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন রকম

COAST Trust
participates in survival strategies of coastal poor

# পূর্বাশার আলো

প্রকাশনায়, সিইপিআরপি প্রকল্প

unicef
for every child

ইনডোর গেম যেমন-লুডু, পাজেল ইত্যাদি অনুশীলন করাচ্ছে। যেহেতু কোভিড-১৯ এর কারণে কিশোর-কিশোরীরা মাল্টিপারপাস সেন্টার, কিশোর-কিশোরী বান্ধব কেন্দ্র বা ক্লাবে বন্ধুদের সাথে গল্প, আড্ডা ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতে পারছে না। ফলে তাদের মধ্যে একঘেয়ামী, একাকিত্ব, হতাশা কাজ করছে। কিশোর-কিশোরীদের এ ধরনের সমস্যা কাটিয়ে উঠানোর জন্য ইনডোর গেম অধিক কার্যকার। এটি অনুশীলনের ফলে তাদের সুস্থ্য মানসিক বিকাশ ঘটছে যা বিভিন্ন হোম বেইজ সেসনে উঠে এসেছে।

**সেলাই মেশিনের চাকায় সপ্ন ফিরে তাকায়**

১৮ বছর বয়সী নাইমা বিবি। মেধাবী ও প্রাণবন্ত একজন কিশোরী। তিনি ক্যাম্প-২০ সম্প্রসারণে মা-বাবার সাথে বসবাস করেন। আত্ম-নির্ভরশীলতা হওয়ার স্বপ্নে তিনি কোস্ট ট্রাস্ট মাল্টিপারপাস সেন্টারে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক সেশন গ্রহণের পাশাপাশি ৬মাস মেয়াদি সেলাই কাজের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে কোস্ট ট্রাস্ট এর সহযোগিতায় সিআইসি'র মাধ্যমে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা'র অনুদানে একটি সেলাই মেশিন পান। ফলে তার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেয়। স্বপ্নের পথে ছুটে চলা শুরু করেন। বর্তমানে থামি, লুঙ্গি, সালোয়ার কামিজ, শার্ট, মাস্ক



*মাস্ক তৈরীতে ব্যস্ত কিশোরী নাইমা বিবি। ছবি: ইকবাল মোশাররফ*

সেলাই করে উপার্জন করছেন। নাইমা বিবি বলেন, 'রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা নারীদের ঘরের বাইরে যাওয়া সুযোগ নেই। কিন্তু এই আশ্রয়শিবিরে এসে তাঁদের নারীদের) চোখ খুলে গেছে। আশ্রয়শিবিরে দেশি-বিদেশি নারীদের নানা ধরনের কাজ করতে দেখে তাঁরা উৎসাহিত হচ্ছেন।' তিনি মনে করেন, 'সেলাই (খলিফা) কাজ ছাড়া রোহিঙ্গা নারীদের জন্য গ্রহণযোগ্য অন্য কোনো কাজ নেই। ঘরে বসে সেলাই করে টাকা আয় করা যায়। প্রশিক্ষণে থামি, লুঙ্গি, শার্ট, সেলোয়ার কামিজ এবং মাস্ক সেলাই করতে শিখেছি। এতদিন সেলাই মেশিনের অভাবে ঘরে বসে কাপড় সেলাই করে উপার্জন করতে পারি নাই। কিন্তু এখন সেলাই মেশিন পেয়ে আত্ম-নির্ভরশীল হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে।' সম্প্রতি তিনি বেসরকারি সংস্থা গণউন্নয়ন কেন্দ্র হতে ৫মাসে ২৫০০টি মাস্ক তৈরি অর্ডার গ্রহণ করেন। যেখানে প্রতি পিছ মাস্ক তৈরির মজুরি বাবদ ১৫ টাকা পাচ্ছেন। নাইমার মা নুর বেগম (৪০) বলেন, 'জীবন কারও জন্য থেমে থাকে না। রোহিঙ্গা নারীরাও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখছে।'

**মাল্টিপারপাস সেন্টারে উদযাপিত হল আন্তর্জাতিক শিশু কন্যা দিবস**

*কন্যা শিশুদের সোচ্চার বিষয়ক ডকুমেন্টারি ফিল্ম উপভোগ করছে একদল কিশোরী। ছবি-জুয়েল, এফএমও*

**"আমরা হব সোচ্চার বিশ্ব হবে সমতার"** এই স্লোগানকে সামনে রেখে বিগত ১১ অক্টোবর ২০২০ তারিখ ক্যাম্প ও স্থানীয় মাল্টিপারপাস সেন্টারে স্বল্প পরিসরে উদযাপিত হয় আন্তর্জাতিক শিশু কন্যা দিবস। দিবসটির ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কন্যা শিশুদের সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও কল্যাণের বিষয়টি বিবেচনা করে সারা বিশ্বে দিবসটি উদযাপন করা হয়েছে। ইউনিসেফ কক্সবাজার দিবসটি উদযাপনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন। দিবসটি উদযাপনের কর্মসূচি হিসেবে কিশোরীদের নিয়ে ছবি ও সিনেমা প্রদর্শন, চিত্রাংকন, রচনা প্রতিযোগিতা, মন্তব্য লিখন এবং আলোচনা সভা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। যা উপস্থিত সকল কিশোরী উপভোগ করে এবং দিবসটি নিজেদের মত করে পালন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে অংশ নেয় মোট ১১০জন কিশোরী। দিবসটির তাৎপর্য আলোচনা করতে গিয়ে স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব গোলাম মহিউল হক বলেন, সমাজের সুষম উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাদের সামাজিক বাঁধা দূরীকরণে সাহসী ভূমিকা পালন করতে হবে।

***এক নজরে প্রকল্প কার্যক্রম (মে থেকে অক্টোবর-২০২০)***

| ক্রম | কার্যক্রমের নাম | অর্জন |
|---|---|---|
| ১ | কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবা | ৩৪৫ জন |
| ২ | মনোসামাজিক সেবা | ৩৪০৩জন |
| ৩ | সচেতনতামূলক হোম সেশন | ১০২৩২জন |
| ৪ | অভিভাবকের সচেতনতামূলক সেশন | ৮৮৯০জন |
| ৫ | সিবিসিপিসি কমিটির সদস্যদের জন্য সচেতনতামূলক সেশন | ১২৯২ জন |

AwZwi³ Z‡_¨i Rb¨ thvMv‡hvM Kiæb ‡gv: ZvRyj Bmjvg, cKí e¨e¯vcK, wmBwcAviwc cKí, ‡gvevBj: 01762-624815, B-‡gBj: tajulislam.coast@gmail.com